সুন্দরবনের প্রজনন কেন্দ্রে কুমির পিলপিলের ডিম থেকে বাচ্চা ফুটেছে

বাগেরহাটের পূর্ব সুন্দরবনের করমজল বন্যপ্রাণী প্রজনন কেন্দ্রে লবণ পানি প্রজাতির কুমির পিলপিলের ৪৪টি ডিমের মধ্য থেকে মাত্র ৪টি থেকে বাচ্চা ফুটেছে। গত ১২ জুন প্রজনন কেন্দ্রের পুকুর পাড়ে কুমির পিলপিল ৪৪টি ডিম পাড়ার পর ডিমগুলো সংগ্রহ করে তার মধ্য থেকে ২১টি ডিম বাচ্চা ফুটানোর জন্য পুকুর পাড়ে পিলপিলের ডিম পাড়ার বাসায়, ১২টি পুরাতন ইনকিউবেটরে আর ১১টি নতুন ইনকিউবেটরে রাখা হয়।

এরমধ্যে আজ শনিবার সকালে নতুন ইনকিউবেটরে রাখা ১১টি ডিমের মধ্য থেকে ৪টি বাচ্চা ফুটে বের হয়। সাম্প্রতিক সময়ে জোয়ারের পানিতে প্রজনন কেন্দ্রের পুকুর পাড়ে পিলপিলের ডিম পাড়ার তা দেয়ার বাসা ডুবে যাওয়ায় সেখানে থাকা ২১টি ডিমসহ পুরাতন ইনকিউবেটনে রাখা ১২ ডিমের সব নষ্ট হয়ে যায়। এর আগে গত ২৯ মে অপর কুমির জুলিয়েট ৫২টি ডিম পাড়লেও তা থেকে কোন বাচ্চা ফোটেনি।

এবার কুমির পিলপিলে ৪৪টি ডিমের মধ্য থেকে ৪টি বাচ্চা ফোটায় আশার আলো দেখছেন সুন্দরবন বিভাগ। এক বছর আগে জুলিয়েট ও পিলপিরের সাথে রোমিও নামের বয়স্ক পুরষ কুমিরটিকে সরিয়ে আলেকজান্ডার নামে নতুন একটি যুবক কুমির রাখায় পিলপিলের ডিম থেকে বাচ্চা ফুটেজে বলে জানিয়েছেন কুমির প্রজনন কেন্দ্রের কর্মকর্তারা। শনিবার পিলপিলের ডিম থেকে ফুটে বের হওয়া ৪টিসহ কুমির প্রজনন কেন্দ্রের মোট কুমিরের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৯৯টিতে।

কুমির প্রজনন কেন্দ্রে পিলপিল ও জুলিয়েট নামক দুইটি নারী কুমির দিয়েই প্রজনন কার্যক্রম চলে আসছে। এরমধ্যে গত ২৯ মে জুলিয়েট ৫২টি ডিম দিলেও তা থেকেও কোন বাচ্চা ফুটেনি।

সুন্দরবনের চাঁদপই রেঞ্জের করমজল বন্যপ্রাণী প্রজনন ও পর্যটন কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আজাদ কবির জানান, আজ (শনিবার) সকালে নতুন ইনকিউবেটরে রাখা ১১টি ডিমের মধ্য থেকে ৪টি বাচ্চা ফুটেছে। ২০২০ সালে পিলপিল ৪৪টি আর জুলিয়েট ৫২টি ডিম দেয়। এরমধ্যে পিলপিলের ৪টি বাচ্চা হলেও জুলিয়েটের ডিম থেকে কোন

বাচ্চা আসেনি। গত ২০১৭, ১৮ ও ১৯ সালে পিলপিল ও জুলিয়েটের ডিম থেকে একটিও বাচ্চা ফুটেনি।

তবে এ কারণে তিনি যথা সময়ে সঠিক তাপমাত্রা না পাওয়া ও কেন্দ্রের ইনকিউবেটরের ক্রুটিকেই দায়ী করছেন। এবারের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগেয়ে আগামীতে নশংন-নতুন ইনকিউবেটরে রেখে কুমিরের ডিম থেকে অধিক পরিমাণ বাচ্চা ফোটানো সম্ভব হবে।

মূলত সুন্দরবনে বিলুপ্তপ্রায় লবণ পানির প্রজাতির কুমিরের প্রজনন ও বংশ বিস্তারের লক্ষ্যেই ২০০০ সালে করমজলে এই কুমির প্রজনন কেন্দ্রটি চালু করে বন বিভাগ। করমজলের কুমির প্রজনন কেন্দ্রে বর্তমানে ছোট বড় মিলিয়ে মোট ১৯৯ টি কুমির রয়েছে। এছাড়াও এ প্রজনন কেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত বয়স্ক ৯৭টি কুমির সুন্দরবনের নদ-নদীতে অবমুক্ত করেছে বন বিভাগ।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

গাংনী যুবদলের সাবেক সভাপতি’র পরিবারকে দলের পক্ষ থেকে আর্থিক সহায়তা প্রদান

গাংনী উপজেলা বিএনপির উদ্যোগে গাংনী উপজেলা যুবদলের সভাপতি ও জেলা বিএনপির সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য মরহুম আক্তারুজ্জামান আক্তারের রুহের মাগফিরাত কামনায় স্বরনসভা ও পরিবারের মাঝে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি রেজাউল হক মাস্টার এর সভাপত্বিতে অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি সিরাজুল ইসলাম চেয়ারম্যান, আব্দুল হামিদ, আদনান মাস্টার, জেলা বিএনপির যুগ্ন সম্পাদক আব্দুল আওয়াল, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ও সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টো, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারন সম্পাদক মোঃ আসাদুজ্জামান বাবলু,

বিএনপি নেতা মোঃ আব্দুল্লাহ, জেলা কৃষকদলের সাধারন সম্পাদক ও ধানখোলা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আখের আলী, ষোলটাকা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মনিরুজ্জামান।

মহিলা দলের সাধারন সম্পাদক লাইলা আক্তার বানু, উপজেলা মহিলা দলের সাধারন সম্পাদক নাজমা আক্তার, জেলা যুবদলের সহসভাপতি আব্দাল হক, গাংনী যুবদলের আহবায়ক চপল বিশ্বাস সদস্য সচিব মোঃ জাহিদ, গাংনী পৌর যুবদলের আহবায়ক সাইদুল হক, সদস্য সচিব এনামুল হক, পৌর যুবদলের সহ সভাপতি মোঃ জামালউদ্দীন ও জেলা ছাত্রদলের সহ সভাপতি সাজেদুর রহমান বিপ্লব এবং মরহুম আক্তারুজ্জামের ছোট ভাই সুজন উপস্থিত ছিলেন।

সঞ্চালনায় ছিলেন, জেলা যুবদলের সহ সভাপতি আব্দাল হক। সভাপতির বক্তব্য রেজাউল হক মাস্টার জানান, বিএনপির এই দুর্দিনে দল জাভেদ মাসুদ মিল্টনের নেতৃত্বে বিপদগ্রস্থ সকল নেতাকর্মীর পাশে থাকবে। আক্তারুজ্জামানকে বিএনপির নিবেদিত কর্মী ও নেতা উল্লেখ করে তার পরিবারের পাশে থাকার অঙ্গীকার করেন।

তিনি বলেন আজ এই অনুষ্ঠানে জাভেদ মাসুদ মিল্টন আসার কথা থাকলেও পারিবারিক সমস্যার কারনে আসতে পারেননি। কয়েকদিন পর তিনি এসে এই পরিবাবের সাথে দেখা করবেন ও আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করবেন।

গাংনী উপজেলা বিএনপি ও বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীদের সহযোগিতায় আক্তারুজ্জামানের পরিবারকে ২লাখ টাকার আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করেন। পরিবারের পক্ষ থেকে সুজন দলের সবাইকে এই পরিবারের পাশে থাকার জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান ।

গাংনীতে ৪ কেজি গাঁজাসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুরের গাংনীতে ৪ কেজি গাঁজা সহ সাজাহান আলী মন্ডল নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে র্যাব।

শুক্রবার বিকাল ৪ টায় উপজেলার তেরাইল গ্রাম থেকে তাকে আটক করা হয়। সে কুষ্টিয়া জেলার দৌলৎপুর উপজেলার ডাঙ্গের বাজার এলাকার আজিজুল হক মন্ডলের ছেলে।

র্যাব ৬ ঝিনাইদহ ক্যাম্পের এস আই বাবুল জানান,তেরাইল গ্রাম দিয়ে গাঁজা পাচার হচ্ছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে ক্যাম্প কমান্ডার এএসপি শফিকুর রহমানের নেতৃত্বে অভিযান চালিয়ে সাজাহান আলী মন্ডলকে আটক করা হয়।

এসময় তার কাছ থেকে ৪ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। আটককৃত’র বিরুদ্ধে গাংনী থানায় মামলা দায়ের পূর্বক হস্তান্তর করা হয়েছে।

গাংনী থানার ডিউটি অফিসার এস আই হাবিব জানান, র্যাব কর্তৃক আটককৃত আসামীকে মাদক মামলায় মেহেরপুর আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডার আবু ওসমান চৌধুরী আর নেই

মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কর্নেল (অব:) আবু ওসমান চৌধুরী (৮৫) মারা গেছেন। ঢাকার সিএমএইচ হাসপাতালে আজ শনিবার সকালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি (ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহে রাজিউন)। আবু ওসমান চৌধুরীর ব্যক্তিগত সহকারী আবুল বাশার মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

এর আগে গত ৩০ আগস্ট আবু ওসমান চৌধুরীকে সিএমএইচ-এ ভর্তি করা হয়।

আবু ওসমান চৌধুরী মুক্তিযুদ্ধকালে ৮ নম্বর সেক্টরের কমান্ডার হিসেবে দায়িত্বপালন করেছেন এবং এসসিএফ’র সহসভাপতি ছিলেন। ‘একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি’র অন্যতম সদস্য ছিলেন তিনি।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

নিয়ন্ত্রনে আনে।

জানা গেছে, হারদী ইউনিয়নের লক্ষিপুর গ্রামের জামে মসজিদে দীর্ঘদিন যাবৎ কোন পরিচালনা কমিটি না থাকায় গ্রামের মুসল্লিরা সম্প্রতি কমিটি গঠনের উদ্যেগ নেন। এ নিয়েই বাঁধে ফ্যাসাদ। গ্রামের লালন আলীর পুর্ব পুরুষরা মসজিদের জমি দান করে যাওয়ায় তারাই মসজিদের সবকিছু দেখভাল করে আসছিলেন।

সম্প্রতি গ্রামে মসজিদের জন্য নতুন কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। এতে বাঁধা দিতে থাকে লালনের পরিবার। কমিটিতে তারা আসতে চান। কিন্ত গ্রামের মুসল্লিরা শুক্রবার জুম্মার নামাজের আগে মসজিদ চত্তরে বসে ওমর মালিথাকে সভাপতি ও আব্দুল মজিদকে সাধারন সম্পাদক করে একটি পরিচালনা কমিটির ঘোষনা দেন। এতে ক্ষীপ্ত হয়ে পড়ে লালনের পরিবার। লালন সরাসরি মসজিদে এসে নব গঠিত কমিটি না মানার ঘোষনা দেন। এবং হুমকি-ধামকি দিতে থাকেন।

মুসল্লিরা সময় হয়ে যাওয়ায় নামাজে দাঁড়িয়ে পড়েন। ইমাম নাামজ শুরু করে দেন। এ সময় লালনের বাড়ির ছাদ থেকে মসিজদকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করা শুরু হয়। এভাবেই নামাজ শেষ হয়। এরপর মুসল্লিরা মসজিদ থেকে বেরিয়ে লালনের বিরুদ্ধে মিছিল বের করেন। মুহুর্তেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। দু‘পক্ষ মুখোমুখি অবস্থান নেয়। খবর পেয়ে প্রাগপুর ক্যাম্পের পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে পরিস্থিত নিয়ন্ত্রনে আনে।

ক্যাম্পের আইসি এসআই আমিরুল ইসলাম জানান, মসজিদের কমিটি গঠনকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষ বিরোধে জড়িয়ে উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। পুলিশ গিয়ে পরিস্থিত নিয়ন্ত্রনে নিয়েছে। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের জন্য বলা হয়েছে।

মসজিদের ইমাম মৌলানা ইব্রাহিম জানান, একটি পরিবার সব সময় মসজিদের নিয়ন্ত্রন করায় মসজিদের কোন উন্নয়ণ হচ্ছিল না। এ জন্য গ্রামের মুসল্লিরা মসজিদের উন্নয়নের জন্য নতুন কমিটি গঠনের চেষ্টা করছে। তিনি জানান, পুরো গ্রামের লোক একদিকে। আর এর বিরোধীতা করছে শুধু লালনের পরিবার।

লালন মন্ডল জানান, মসিজদে আমরা জমি দিয়েছি। কিন্ত গ্রামের কিছু লোক আমাদের না জানিয়ে কমিটি গঠন করছে। মসজিদকে লক্ষ করে ইট নিক্ষেপের ঘটনা তিনি অস্বীকার করেন।

ইউএনওর ওপর হামলা: গ্রেফতার দুজনই যুবলীগের

দিনাজপুরের ঘোড়াঘাট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) সরকারি বাসভবনে প্রবেশ করে ইউএনও ওয়াহিদা খানম ও তার বাবাকে গুরুতর জখম করার অভিযোগে দু’জনকে গ্রেফতার করেছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।

শুক্রবার ভোরে হাকিমপুর, বিরামপুর ও ঘোড়াঘাট থানা পুলিশ এবং র্যাব রংপুর-১৩ এর একটি দল যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে শুক্রবার ভোর ৪টা ৫০ মিনিটের দিকে হিলির কালিগঞ্জ এলাকায় বোনের বাড়ি থেকে আসাদুল ইসলামকে এবং জাহাঙ্গীর আলমকে তার নিজ বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে। তাদেরকে রংপুরে র্যাব-১৩ এর কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। গ্রেফতার জাহাঙ্গীর আলম (৪২) উপজেলা যুবলীগের আহ্বায়ক এবং আসাদুল ইসলাম (৩৫) উপজেলা যুবলীগের সদস্য।

হাকিমপুর থানার ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ জানান, আসাদুল ইসলাম ঘোড়াঘাট উপজেলার সাগরপুর গ্রামের এমদাদুল হকের ছেলে।

অপরদিকে জাহাঙ্গীর আলম ঘোড়াঘাট উপজেলা রানিগঞ্জের আবুল কালামের ছেলে বলে জানিয়েছেন ঘোড়াঘাট থানার ওসি আমিরুল ইসলাম।

জানা গেছে, জাহাঙ্গীর আলম ঘোড়াঘাট উপজেলা যুবলীগের আহ্বায়ক এবং আসাদুল ইসলাম আহ্বায়ক কমিটির সদস্য। তাদের বিরুদ্ধে টেন্ডারবাজী, চাঁদাবাজীসহ বিভিন্ন অপকর্মের অভিযোগ রয়েছে।

আরও জানা যায়, জাহাঙ্গীর আলম ঘোড়াঘাট উপজেলা যুবলীগের সভাপতি ছিলেন। ২০১৭ সালে কমিটি ভেঙে দিয়ে আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়। সেই কমিটিতে জাহাঙ্গীর আলম আহ্বায়ক হন।

পুলিশ জানায়, বুধবার দিবাগত রাত তিনটায় দুষ্কৃতকারীরা ঘোড়াঘাট উপজেলা পরিষদ চত্বরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ওয়াহিদা খানমের সরকারি বাসভবনে প্রবেশ করে। হত্যার উদ্দেশ্যে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও তার বাবা ওমর আলীকে কুপিয়ে ও হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করে গুরুতর জখম করে।

এ ঘটনায় বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক) জাকির হোসেনকে আহ্বায়ক করে তিন সদস্যবিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন রংপুর বিভাগীয় কমিশনার। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন- রংপুর ডিআইজির একজন প্রতিনিধি এবং দিনাজপুরের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আসিফ মাহমুদ।

এছাড়া হামলার ঘটনায় ওয়াহিদা খানমের ভাই শেখ ফরিদ বাদী হয়ে বৃহস্পতিবার রাতে ঘোড়াঘাট থানায় একটি মামলা করেছেন।

সূত্র- জাগো নিউজ

চুয়াডাঙ্গায় সরকারিভাবে ধান-চাল সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয়নি

সরকারিভাবে ধান-চাল সংগ্রহের সময় শেষ হলেও চুয়াডাঙ্গা জেলায় লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয়নি। সরকার নির্ধারিত দামের চেয়ে বাজারে ধান-চালের দাম বেশি হওয়ায় কৃষকরা খাদ্যগুদামে ধান-চাল বিক্রি করেনি। স্থানীয় কর্মকর্তারা বলছেন, সংগ্রহের সময় বাড়বে। নতুন ধান উঠেছে। আরো কিছু ধান-চাল কেনা হতে পারে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক মো. রেজাউল ইসলাম জানান, জেলায় এ বছর পাঁচ হাজার ৩১০ টন ধান ও সাত হাজার ৬০৫ টন চাল কেনার লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল। গত ৩১ আগস্ট পর্যন্ত এ সময় নির্ধারণ ছিল। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে চুয়াডাঙ্গা খাদ্য বিভাগ ধান কিনতে পেরেছে এক হাজার ২১০ টন; যা লক্ষ্যমাত্রার মাত্র ২৩ ভাগ। এছাড়া চাল কিনতে পেরেছে তিন হাজার ২৬৪ টন; যা লক্ষ্যমাত্রার মাত্র ৪৩ ভাগ।

তিনি জানান, ক্রয় কার্যক্রম শুরুর আগে লটারির মাধ্যমে পাঁচ হাজার ৩১০ জন কৃষক নির্বাচিত করা হয়। প্রত্যেক কৃষক এক টন করে ধান দিতে পারবেন। সেই হিসেবে নির্ধারিত কৃষকদের কাছ থেকেই ধান কিনে

লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হওয়ার কথা। কিন্তু খোলা বাজারে দাম বেশি থাকায় নির্ধারিত কৃষকরা খাদ্য বিভাগের কাছে ধান বিক্রি করেনি। একই অবস্থা হয়েছে চাল কেনার ক্ষেত্রেও।

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার আলোকদিয়া গ্রামের কৃষক মাসুম আলী জানান, সরকার নির্ধারিত দামের চেয়ে খোলা বাজারে ধান ও চালের দাম বেশি। এজন্য কৃষকরা খাদ্য গুদামে ধান ও চাল বিক্রি করেনি।

মিল মালিকরা জানান, খাদ্য বিভাগের নির্ধারিত দামে চাল বিক্রি করতে হলে মোটা অংকের লোকসান দিতে হবে। এজন্য মিল মালিকরা খাদ্য বিভাগে চাল দিতে পারেনি। আমরা কিছুটা দাম বাড়ানোর দাবি করেছিলাম।

চুয়াডাঙ্গা জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক মো. রেজাউল ইসলাম জানান, আরো ১৫ দিন সময় বাড়বে। বর্ধিত সময়ে লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হতে পারে। আমাদের আশা কৃষক ভাল দাম পাক। সেই অবস্থায় হয়েছে। বাইরে বিক্রি করে কৃষক ভাল দাম পেয়েছে। তা ছাড়া পর্যাপ্ত খাদ্য মজুদ আছে। জেলায় খাদ্য সংকট হবে না।

চুয়াডাঙ্গায় বেড়েছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা

চুয়াডাঙ্গায় দিনে দিনে করোনা সংক্রমণ বাড়ছে। মৃত্যুর হারও বেড়ে গেছে। জ্বর, সর্দি-কাশিতে আক্রান্ত বেশিরভাগই পরীক্ষা করার উদ্যোগ নিচ্ছে না। বরং তারা বাড়িতে চিকিৎসাধীন থাকার পাশাপাশি প্রকাশ্যে বাইরে ঘুরছেন। এ কারণেই আরো বেশি সংক্রমণ ছড়িয়ে পরার ভয় রয়েছে বলে অনেকে মনে করছেন।

চুয়াডাঙ্গা জেলায় শুধু আগস্ট মাসেই করোনা পজিটিভ হয়ে মারা গেছেন ২২ জন এবং আক্রান্ত হয়েছেন ৬৫৭ জন।

চুয়াডাঙ্গা স্বাস্থ্য বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, গত বুধবার রাত পর্যন্ত চুয়াডাঙ্গা জেলায় করোনা আক্রান্তর সংখ্যা এক হাজার ২৭৮

জন। এ পর্যন্ত মারা গেছেন ৩২ জন।

চুয়াডাঙ্গা জেলায় করোনা ভাইরাস নমুনা পরীক্ষার কোনো ব্যবস্থা নেই। শুরু থেকেই পরীক্ষা করা হয় ঢাকা, যশোর, খুলনা ও কুষ্টিয়ার পিসিআর ল্যাবে। বর্তমানে বেশিরভাগ পরীক্ষা করা হচ্ছে কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের পিসিআর ল্যাবে। জেলায় পরীক্ষার কোনো ব্যবস্থা না থাকায় কখনো কখনো অনেকের প্রতিবেদন এসেছে ৭-৮ দিন পর। কয়েকদিন আগে কৃষ্টিয়া পিসিআর ল্যাবে ত্রুটি দেখা দেওয়ায় চুয়াডাঙ্গার নমুনা পাঠাতে হয় ঢাকায়।

তখনও প্রতিবেদন আসতে দেরি হয়। এসব কারণেই অনেকে নমুনা পরীক্ষার ব্যাপারে অনাগ্রহী। তবে, করোনা আক্রান্তদের সামাজিকভাবে ভাল চোখে না দেখা, বাড়ি লকডাউন প্রভৃতি কারণে উপসর্গ দেখা দেওয়ার পরও অনেকে পরীক্ষার ব্যাপারে আগ্রহী নন। যারা পরীক্ষা করাচ্ছেন না তারা প্রকাশ্যে নির্বিঘ্নে ঘুরে বেড়ানোর সুযোগ পাচ্ছেন। যা খুবই ভয়ের কারণ বলে মনে করা হচ্ছে। এসব কারণেই বাড়ছে সংক্রমণ।

চুয়াডাঙ্গা স্বাস্থ্য বিভাগের হিসাব অনুযায়ী চুয়াডাঙ্গা জেলায় গত ১৬ মার্চ করোনার প্রথম রোগি সনাক্ত হয়। ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত দেড় মাসে আক্রান্তর সংখ্যা ছিল মাত্র আট জন। এর একমাস পরে ৩১ মে এসে আক্রান্ত সংখ্যা বেড়ে হয় ৯০ জনে। ৩০ জুনে এসে তা ২২২ জনে পৌঁছে। এর একমাস পর ৩১ জুলাই এসে পজিটিভ সংখ্যা হয় ৬১৮ জন। সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয় আগস্ট মাসে। শুধু আগস্ট মাসেই আক্রান্ত হয় ৬৫৪ জন। হিসাব অনুযায়ী শুধু আগস্ট মাসেই চুয়াডাঙ্গা জেলায় করোনা পজিটিভ হয়ে মারা গেছেন ২২ জন। তার আগের সাড়ে চার মাসে মারা গেছেন ১০ জন।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়ে করোনামুক্ত হওয়া মশিউর রহমান বলেন, উপসর্গ দেখা দিলেই চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়াটাই ঠিক সিদ্ধান্ত। অনেকে সামান্য জ্বর কাশি মনে করে তোয়াক্কা করছেন না। তারা হঠাৎ বিপদে পড়ছেন। এভাবে অবহেলা করার কারণে মারাও গেছেন কেউ কেউ। শেষসময়ে হাসপাতালে এসে ভর্র্তি হওয়ার দুএকদিনের মধ্যে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে এমন অনেকেই আছেন।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে চুয়াডাঙ্গা বড়বাজারের এক ব্যবসায়ী বলেন, বাজারে প্রচণ্ড ভীড়। মানুষ ভীড় করে কেনাকাটা করছেন। এ কারণেই করোনা ছড়াচ্ছে বেশি। পরীক্ষার পর সরকারিভাবে যা ঘোষণা করা হচ্ছে তার চেয়ে অনেক বেশি আক্রান্ত চুয়াডাঙ্গায়। আক্রান্ত হওয়ার পরও তারা থাকছেন হিসেবের বাইরে।

করোনা আক্রান্ত রোগির সংখ্যা বৃদ্ধি প্রসঙ্গে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার ডা. শামীম কবির বলেন, এ মাসে করোনা পজিটিভের সংখ্যা বেড়েছে। নিরাপদে থাকতে হলে স্বাস্থ্য বিধি মানতে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই। মাস্ক পড়তে হবে, সাবান দিয়ে ঘন ঘন হাত ধুতে হবে এবং স্যানিটাইজার ব্যবহার করতে হবে। এগুলো মেনে সতর্ক থাকলে সংক্রমণ কমবে। কারো কোনো উপসর্গ দেখা দিলে ঘরে থাকতে হবে। হাসপাতালে ভর্তি হয়ে কিছুদিন চিকিৎসা নিয়েছেন এমন প্রায় সব রোগিই সুস্থ্য হয়েছেন।

গাংনীতে অনশনকারিদের বিরুদ্ধে ৫ কোটি টাকার মানহানি মামলা

গাংনীতে অনশনকারি মৌমিতা খাতুন পলি তার মা হুসনিয়ারা বেগম ও তার স্বামী মোমিনের বিরুদ্ধে অবশেষে ৫ কোটি টাকার মানহানী মামলা করেছেন গাংনী পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলাম। বৃহস্পতিবার মেহেরপুর চীফ জুডিশিয়ার আমলী ২য় আদালতে মামলাটি দায়ের করেন। মামলায় স্বাক্ষী করা হয়েছে ছয় জনকে।

জানাগেছে,পৌর সভায় চাকরির জন্য মৌমিতা খাতুন তার স্বামীর সহায়তায় কয়েকদফায় ১৫ লাখ টাকা মেয়র ও তার স্ত্রীর ব্যাংক একাউন্টে জমা করেন। ২০১৮ সালে মৌমিতা খাতুনকে চাকরি না দিয়ে অন্য একজনকে নিয়োগড় প্রদান করেন । দীর্ঘদিন ওই ১৫ লাখ টাকা ফেরত চেয়ে না পাওয়ায় মৌমিতা ও তার মা গত ২০ আগস্ট গাংনী উপজেলা শহীদ মিনারে অনশন শুরু করেন।

এসময় গাংনী থানার ওসি মীমাংসার আশ্বাস দিলে অনশন ভঙ্গ করা হয় এবং পরদিন থানা চত্বরে বৈঠক হয়। এসময় মেয়র তার স্বামীর কাছে টাকা দিয়েছেন বলে জানান এবং স্বামী মোমিনকে পরবর্তী দিন ধার্য্য করা হয়। সেদিন মৌমিতার স্বামী উপস্থিত হলেও মেয়র আশরাফুল ইসলাম ব্যক্তিগত কাজের অজুহাতে বৈঠকে অনুপস্থিত ছিলেন। যার ফলে অমীমাংসিত ভাবেই বৈঠক মুলতবী ঘোষণা করেন। কোনো উপায়ন্ত না দেখে মৌমিতা ও তার মা আবারো অনশনে বসেন।